এমত শ্বপচ যদিও দুর্জাতি ও দুরাচারশীল হউক্, তথাপি তাহাকে (শ্রীহরিভক্ত জনকে) কখনও অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব নিজকে যদি কেহ অপমান করে, তাহা হইলেও সেই বিষ্ণুভক্তজনকে যে অপমান করিবে না—ইহা তো বলাই বাহুল্য। এই অভিপ্রায়ে শ্রীগরুড়পুরাণে উল্লেখ করা আছে—"রুক্ষাক্ষরন্তু শৃণ্বন্ বৈ তথা ভাগবতেরিতং। প্রণামপূর্ব্বং তং ক্ষান্ত্যা যো বদেৎ বৈষ্ণবো হি সঃ"॥ কোনও ভগবদ্ভক্তের মুখ হইতে উচ্চারিত রুক্ষবাক্য শ্রবণ করিয়া যে জন তাঁহাকে প্রণাম করতঃ ক্ষমা গুণসম্পন্ন হইয়া সেই রুক্ষভাষী বৈষ্ণবের সহিত মধুর ভাষায় আলাপ করে, সেই জন বৈষ্ণব। তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত প্রকারে মহাপুরুষ প্রভৃতির সেবা দেখান হইল। এই মহাপুরুষ প্রভৃতির সেবার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিঅঙ্গ সাধনের পূর্ব্বে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে—পঞ্চম স্কন্দে শ্রীভগবান্ ঋষভদেব নিজ পুত্র ভরত মহাশয়কে বলিয়াছেন—

"মহৎসেবাং দ্বারমাহু বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গি সঙ্গম্।"

হে ভরত! মহাপুরুষের সেবা বিবিধ মুক্তির দ্বার, আবার স্ত্রৈণ পুরুষের সঙ্গ নরকের দ্বার—এইরূপ উল্লেখ থাকায় মহাপুরুষের সেবায় পরম আত্যন্তিক কল্যাণ ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ সেই সকল মহাপুরুষ হইতে অন্য কোনও এক অনির্ব্বচনীয় পরম মঙ্গলও হইয়া থাকে। ১১।২৬।২৮—৩১ শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—হে মহাভাগ! সেই সকল উক্ত লক্ষণ মহাভাগবতগণের সঙ্গে নিত্য আমার কথা হইয়া থাকে। যে সকল ভাগ্যবান্ জীব সেই মহাপুরুষ সকলের মুখোচ্চারিত আমার কথামৃত আস্বাদন করে, তাহারা সকল পাপ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। সেই মহতের মুখ হইতে বিগলিত আমার কথামৃত যে জন আদরের সহিত শ্রবণ করিতেছে, গান করিতেছে অথবা অনুমোদন করিতেছে, সেই সকল আমাতেই একমাত্র নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তগণ আমাতে পরাভক্তি লাভ করিতেছে। অনন্ত গুণ আনন্দ ও অনুভবস্বরূপ পরম ব্রহ্ম আমাতে যে জন ভক্তিলাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার কোন্ ফলপ্রাপ্তি অবশেষ থাকে? যেমন ভগবান্ বিভাবসু অগ্নিকে আশ্রয় করিলে আনুষঙ্গিকভাবে শীতভয় বিনাশ হয়, মুখ্যরূপে পাকাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তেমনই সাধু-মহাপুরুষদিগকে যে জন সেবা করে, তাহার আনুষঙ্গিকভাবে অজ্ঞান-ভয়-জন্ম-মৃত্যু-নিবৃত্তি ও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি ফললাভ হয় এবং মুখ্যরূপে আমার চরণে প্রেমভক্তিরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। এস্থানে সাধু শব্দে বুঝিতে হইবে ১১।২৬।২৭ শ্লোকে উক্ত—